গবেষণা পত্র

অংশগ্রহণমূলক ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান

জনগণের দরবার প্রকল্প

ডেমক্রেসিওয়াচ

৭ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

ফোন: ৯৩৪৪২২৫-৬, ৮৩১১৬৫৭

সহায়তায়ঃ মানবাধিকার ও সুশাসন কার্যক্রম, ড্যানিডা

সম্পাদনা

তালেয়া রেহমান
নির্বাহী পরিচালক
ডেমক্রেসিওয়াচ

গবেষণা পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন

সাইফুল ইসলাম
সমন্বয়কারী
মনিটরিং ও এভ্যালুয়েশন (এম এন্ড ই)

সমন্বয় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোস্তফা সোহেল
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ডেমক্রেসিওয়াচ

সহায়তায়

ফিরোজ মোঃ নূরুন নবী যুগল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ
মহিউদ্দিন রানা, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ
নিলুফা ইয়াসমিন মুন, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার, ডেমক্রেসিওয়াচ

পরামর্শদাতা

গবেষণা কাল: ১ মার্চ ২০০৮-৩০ জুন ২০০৯

প্রকাশ কাল ঃ এপ্রিল ২০১০, ঢাকা

সূচীপত্র

১.	সার-সংক্ষেপ----------	১
২.	ভুমিকা----------	২-৪
৩.	স্যাম্পলিং----------	৪
৪.	পদ্ধতি----------	৪
৫.	উদ্দেশ্য----------	৪
৬.	প্রাপ্ত ফলাফল----------	৫-১৮
৭.	কেস স্টাডি-১----------	১৯-২১
৮.	কেস স্টাডি-২----------	২২-২৩
৯.	কেস স্টাডি-৩----------	২৪-২৫
১০.	কেস স্টাডি-৪----------	২৬-২৭
১১.	ফলাফল	২৮
১২.	সুপারিশমালা----------	২৯-৩০
১৩.	উপসংহার----------	৩১
১৪.	প্রশ্নমালা----------	৩২-৩৯

সার-সংক্ষেপ

বেসরকারী মানবাধিকার সংস্থা ডেমক্রেসিওয়াচ এর জনগণের দরবার প্রকল্প ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান নির্ণয় ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তাদের নিবিড় অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে সমকালীন অবস্থা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে 'ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনির্ধিদের অবস্থান' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। গবেষণায় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে একজন নির্বাচিত ইউনিয়ন নারী প্রতিনিধির অবস্থানকে তুলে আনা হয়েছে বিভিন্ন আঙ্গিকে। এই গবেষণা থেকে আরো উঠে এসেছে তৃণমূলে নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনা ও সমস্যার বিভিন্ন দিক।

এই গবেষণাটি দেশের ৪টি জেলার ২৮টি ইউনিয়নে পরিচালিত হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে ৮২ জন ইউপি নারী প্রতিনিধিকে ইন্টারভিউর মাধ্যমে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী ইউপি নারী সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার স্তর সম্পর্কে জরিপ চালিয়ে জানা গেছে নারী সদস্যদের প্রায় শতকরা ৩২.৯ ভাগ এসএসসি, শতকরা ১২.২ ভাগ এইচএসসি, শতকরা ২.৪ভাগ গ্রাজুয়েট এবং শতকরা ৪২.৭ ভাগ (মাধ্যমিক এখানে মাধ্যমিক বলতে ষষ্ট শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বোঝানো হয়েছে)। বাকি ৯.৮ শতাংশ নারী সদস্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে শতকরা ৯৬.৩ জন নারী সদস্য তাদের প্রধান কাজগুলো কি সে সম্পর্কে জানেন। বাকী শতকরা ৩.৭ জন নারী সদস্য তাদের কাজ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা রাখেন না। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এ গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর তা হলো শতকরা ৮৩ জন নারী প্রতিনিধি বলেছেন তারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে আছেন। বাকী ১৭ শতাংশ নারী প্রতিনিধি কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সাথে যুক্ত নন। শতকরা ৭৫.৬ জন নারী সদস্য বলেছেন তারা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তবে নারী সদস্যরা স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা রাখেন না। মাত্র ২.৪ শতাংশ নারী সদস্য ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম বলতে পেরেছেন। শতকরা ৩৬.৬ জন নারী সদস্য কোন স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম বলতে পারেননি।

গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক উঠে এসেছে। ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন এর জবাবে নারী সদস্যদের শতকরা ৩২.৯ জন বলেছেন পুরুষ সদস্যদের ব্যবহার ভালো। পুরুষ সদস্যদের ব্যবহার মোটামুটি বলেছেন শতকরা ৪৮.৮ জন এবং খারাপ বলেছেন শতকরা ১৮.৩ জন।

ইউপি'র বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে ৫৬.৫ নারী সদস্য বলেছেন তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে তারা বাধা পেয়েছেন । শতকরা ৯০.২ জন নারী সদস্য জানান তারা বিধবা নারীদের তালিকা তৈরির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ২৫.৬% নারী সদস্যরা জানান ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দূর্নীতি হয়। ৭৪.৪ শতাংশ নারী সদস্য জানান দূর্নীতি হয় না। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার চেয়ারম্যান মেম্বারদের আত্নীয় স্বজনদের দু একটি কার্ড দেওয়াকে তারা দূর্নীতি মনে করেন না।

এছাড়াও এ গবেষণায় নারী সদস্যদের কাজ না পারার কারণ, ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভা সম্পর্কে নারী সদস্যদের মন্তব্য, মাসিক সভায় নারী সদস্যদের সমস্যার চিত্র, নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের বর্তমান অবস্থা, ভিজিডি ও ভিজিএফ কার্ড বিতরণে বিভিন্ন দূর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নারী সদস্যরা এই গবেষণায় ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধাগুলো চিহ্নিত করেছেন খুব পরিস্কারভাবে।

গবেষণার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে চারটি কেস স্ট্যাডিও করা হয়েছে যা থেকে নারী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ সম্ভব।

আমরা আশা করবো এ গবেষণা থেকে অনেকেই উপকৃত হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান

১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। এসময় সরকার প্রথম নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে স্থানীয় পর্যায়ে প্রথম সরাসরি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। এটা নারীদের সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের একটি প্রধান উদ্যোগ। ১৯৯৭ সালের এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ১২,৮৮২ জন নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন। এছাড়া ২০ জন নারী চেয়ারম্যান ও ১১০ জন নারী সাধারণ আসনে সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে ৪৪,০০০ নারী অংশ নেন। কিন্তু স্থানীয় সরকার বিষয়ক অধ্যাদেশগুলোতে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নেই। তবে সরকার পরবর্তী সময়ে এক আদেশে নারী সদস্যদের উপর বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পন করেন। যেমন নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের এক তৃতীয়াংশ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি হবেন, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরীর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নারী সদস্যদের (বিধান অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে)। ইউপির নারী সদস্যগন নিজ নিজ ওয়ার্ডের ত্রান বিতরণের কাজে পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। সংরক্ষিত আসনে নির্ধারিত নারী সদস্যদের প্রতিটি ওয়ার্ডকে একটি ইউনিট ধরে একটি করে সামাজিক উন্নয়ন কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নারী সদস্য আট সদস্যের ওই সামাজিক উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হবেন। কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করবেন সভাপতি নিজেই। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হবার কথা ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের। স্থানীয় সরকার বিষয়ক অধ্যাদেশে বলা হয়েছে নারী সদস্যদের থেকে একজন বয়স্কভাতা কর্মসূচীর নির্বাচন কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। পরিষদের পুরুষ সদস্যদের মত নারী সদস্যদরাও তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডের সমস্যার কথা পরিষদের সভায় তুলে ধরবেন। দূর্যোগকালে ত্রান বিতরণে নারী সদস্যদের ভুমিকা থাকবে সক্রিয়।সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে কর্মসূচী নেবেন। সরকারী নির্বাহী আদেশবলে প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য গঠিত নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ওয়ার্ডের নারী সদস্যগণ দায়িত্ব পালন করবেন।

জনকল্যাণ নিশ্চিতকরণে এবং পল্লী এলাকায় স্থানীয় সুযোগ সুবিধাদি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের ভুমিকা ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিধি বিধান ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের দায়িত্বাবলী উল্লেখ করা আছেঃ

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর ৩০ নং ধারা এবং প্রথম তফশীলের প্রথম খন্ডের ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ১০টি বাধ্যতামূলক কার্যাবলী এবং ৩৮টি ঐচ্ছিক কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংরক্ষিত আসনের (নারী সদস্য) সদস্যগণকে কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। দায়িত্বসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি গঠন করবেন এবং (সাধারণ সদস্য) কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে সদস্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন ছাড়াও এ কমিটি এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও চোরাচালান দমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও এবিষয়ে এবং অপরাধমূলক ও বিপদজনক ব্যবসা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করবে।

২. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন আয় বর্ধক প্রকল্প (কুটির শিল্প, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা ইত্যাদি) কর্মকান্ডে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণ ছাড়াও এ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সুপারিশ পেশ করবেন।

৩. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনাধীন প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করবেন।

৪. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে জনগণের সম্পত্তি যেমন (জনপথ, সরকারী স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান, খেলার মাঠ, কবরস্থান, শশ্মানঘাট, সভার স্থান, সৌধ, রাস্তা, পুল, সেতু, কালভার্ট, বাধ, খাল, বিল, টেলিফোন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি) সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৫. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৬. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে জন্ম-মৃত্যু, অন্ধ-ভিক্ষুক, দুঃস্থ ও অসহায় বিধবা, এতিম, গরীব প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া এবং চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির পোষ্য সংক্রান্ত উত্তরাধিকার, জাতীয়তা ও চারিত্রিক সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

৭. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে আদমশুমারীসহ সকল ধরণের শুমারী পরিচালনায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন।

৮. নিজ ওয়ার্ডসমূহে খেলাধুলার উন্নতি সাধন, গ্রন্থগার ও পাঠাগারের ব্যবস্থা ছাড়াও জাতীয় উৎসব পালনের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়া ওয়ার্ড এলাকায় শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সহায়তা করবেন।

৯. নিজ ওয়ার্ডসমূহে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক দূর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতনতার পাশাপাশি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুবসমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ওয়ার্ড দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করবেন এবং সাধারণ আসনের সদস্য হিসেবে উক্ত কমিটির সভাপতি এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন।

১০. নিজ ওয়ার্ডসমূহে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, রাস্তা-ঘাট, ডোবা-নালা, হাজামজা পুকুর পরিস্কার, মৃত পশুর দেহ অপসারণ, পশু জবাই ও বিপদজনক ইমারতসহ যত্র তত্র ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এবিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবেন।

১১. নিজ ওয়ার্ডসমূহে পুকুর বা পানি সরবরাহের বিভিন্ন স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভেজানো, আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং বা পাকা করা নিয়ন্ত্রণ, আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন, ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবেন।

১২. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে নিরাপদ পানি ব্যবহারের জন্য কূয়া, নলকূপ, জলাধার, পুকুর ও পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎস সংরক্ষণ এবং দূষিতকরণ রোধের ব্যবস্থা নেবেন।

১৩. সংরক্ষিত আসনের সদস্য হিসেবে নারী ও শিশু নির্যাতন এবং যৌতুক ও এসিড নিক্ষেপ নিরোধ, বাল্য বিবাহ রোধ এবং বিবাহ নিবন্ধন নিশ্চিত করবেন এবং এ সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৪. ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী (স্ট্যান্ডিং) কমিটিগুলোর প্রতিটিতে মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সদস্য হবে সংরক্ষিত আসনের সদস্য। মোট স্থায়ী কমিটির এক তৃতীয়াংশের চেয়ারম্যান হবেন সংরক্ষিত আসনের সদস্য। তবে অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

১৫. সংরক্ষিত আসনের সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের মোট প্রকল্প কমিটির এক-তৃতীয়াংশ প্রকল্প কমিটির সভাপতি হবেন।

১৬. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে সার্বজনীন প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা বিষয়ে সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

১৭. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে প্রাথমিক স্কুলগামী শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য এলাকাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।

১৮. দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে কর, রেট, ফি প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধের পাশাপাশি গবাদিপশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করবেন।

১৯. সাধারণ আসনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ওয়ার্ডসমূহে অন্যান্য সংস্থার কাজে এবং ইউনিয়ন পরিষদ দর্শণার্থীদের নিরাপত্তা, আরাম আয়েস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করবেন।

২০. সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের সদস্য হিসেবে সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করবেন।

কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত কাজের সুনির্দিষ্ট বণ্টনের অভাব, বৈষম্য, আস্থাহীনতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সংকটের কারণে নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান এবং অংশগ্রহণ ইউনিয়ন পরিষদে জোড়ালো হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর এই ক্ষমতায়নকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ করার যৌক্তিকতা রয়েছে। নারীর উন্নয়ন এবং একই সাথে ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত এবং সর্বোপরি ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে বেসরকারী সংস্থা

ডেমক্রেসিওয়াচের 'জনগণের দরবার প্রকল্প' ২০০৭ এর মার্চ থেকে ২০০৭ জুন পর্যন্ত 'অংশগ্রহনমূলক ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের অবস্থান' শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করে। বাংলাদেশের ৪ জেলার ২৮টি ইউনিয়নে এই গবেষণা কার্যক্রম চলে।

স্যাম্পলিং: এখানে স্যাম্পল হিসেবে ডেমক্রেসিওয়াচ 'জনগণের দরবার প্রকল্প' এলাকার ২৮টি ইউনিয়নের নারী সদস্যদের নেয়া হয়েছে। এই ২৮টি ইউনিয়নের ৮২ জন নারী সদস্যকে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয় । ৪টি জেলা থেকে কত জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হলো তা নিচে দেয়া হলো:

জেলা	ইউনিয়নের সংখ্যা	মোট উত্তরদাতার সংখ্যা
যশোর	১৫	৪৫
গাজীপুর	৪	১২
দিনাজপুর	৪	১০*
নিলফামারী	৫	১৫
মোট	২৮	৮২

**আমাদের দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট ইউনিয়নের একটি অংশ পৌরসভার আওতায় চলে যাওয়ায় এই ইউনিয়নে দুইজন নারী প্রতিনিধি কমে যায়। ফলে সেখানে ১২ জন নারী সদস্যের পরিবর্তে ১০ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।*

পদ্ধতি:

জনগণের দরবার প্রকল্পের ২৮টি ইউনিয়নের ৮২ জন নারী সদস্যকে তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। কোন নারী সদস্যকে তার বাড়িতে পাওয়া না গেলে ইউনিয়ন পরিষদে খোঁজ নিয়ে তার কাছে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তথ্য কোডিং করে কম্পিউটারে নিবন্ধন করা হয়। এরপর এসপিএসএস সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়া যশোরে দুই জন এবং দিনাজপুরে দুই জন করে মোট চার জন নারী সদস্যের কেস স্টাডি করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

১. সাধারণ উদ্দেশ্য: ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের অবস্থান কেমন তা যাচাই করা
২. মূল উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয়
- ইউপির উন্নয়নে নারী প্রতিনিধিদের অবস্থানের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা
- নারী সদস্যদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বৈষম্য তুলে ধরা

প্রাপ্ত ফলাফলঃ

জরিপে দেখা যায় উত্তরদাতা ইউপি নারী সদস্যদের মাথাপিছু মাসিক পারিবারিক গড় আয় ৪৮০৭.৯৩ টাকা। অর্থাৎ ইউপির অধিকাংশ নারী সদস্যই নিম্ন আয়ের পরিবার থেকে উঠে এসেছে।

টেবিল - ১

পেশা	%
গৃহিনী	৮১.৭
ব্যবসায়ী	৪.৯
সমাজ সেবিকা	৪.৯
চাকরি	৩.৭
দর্জি	২.৪
উকিল	১.২
আনসার ভিডিপি	১.২
মোট	১০০.০

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নারী সদস্যদের শতকরা ৮১.৭ জনই গৃহিনী। এছাড়া তারা অন্য কোন পেশার সাথে জড়িত নন। বাকী শতকরা ১৮.৩ জন বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত রয়েছেন।

৮২ জন ইউপি নারী সদস্যের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে তাদের মধ্যে, ৪২.৭ শতাংশ মাধ্যমিক (*মাধ্যমিক বলতে ৬-১০ম শ্রেণী বোঝানো হয়েছে*), ৩২.৯ শতাংশ এসএসসি, ১২.২ শতাংশ এইচএসসি এবং ২.৪ শতাংশ গ্র্যাজুয়েট। মাত্র ৯.৮ শতাংশ নারী সদস্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

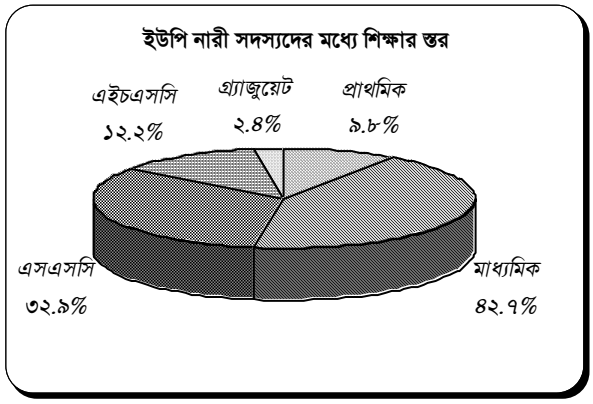

টেবিল - ২

এলাকার ভিত্তিতে ইউপি মহিলা প্রতিনিধিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

এলাকা	প্রথমিক	হাইস্কুল	এসএসসি	এইচএসসি	গ্র্যাজুয়েট	মোট
গাজীপুর	.০%	৮.৩%	৬৬.৭%	১৬.৭%	৮.৩%	১০০.০%
নীলফামারী	১৩.৩%	৫৩.৩%	৩৩.৪%	.০%	.০%	১০০.০%
দিনাজপুর	১০.০%	৬০.০%	১০.০%	২০.০%	.০%	১০০.০%
যশোর	১১.১%	৪৪.৪%	২৮.৯%	১৩.৩%	২.৩%	১০০.০%
মোট	৯.৮%	৪২.৭%	৩২.৯%	১২.২%	২.৪%	১০০.০%

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় গাজীপুরের নারী প্রতিনিধিদের প্রায় সবাই শিক্ষিত। এখানকার নারী প্রতিনিধিদের মাত্র ৮.৩ শতাংশ হাইস্কুল লেভেল বাকী সবাই এসএসসি লেভেল বা তার চেয়ে বেশী শিক্ষিত। অপরদিকে নীলফামারী ও দিনাজপুরে গ্রাজুয়েট লেভেলের কোন নারী প্রতিনিধি নেই। গাজীপুরে নারী সদস্যদের শিক্ষার হার বেশী হওয়ার কারণ গাজীপুর ঢাকার নিকটবর্তী শহর এবং এখানে পর্যাপ্ত স্কুল কলেজ রয়েছে । অপরদিকে নীলফামারী ও দিনাজপুরের প্রকল্প এলাকাগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় সেখানে স্কুল কলেজের অপ্রতুলতা রয়েছে ফলে সেখানকার নারী সদস্যদের শিক্ষার হারও কম।

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কে নারী প্রতিনিধিদের শতকরা ৯৬.৩ জন জানেন, বাকী শতকরা ৩.৭ জন ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে জানেন না।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তিনটি কাজের কথা জানাতে গিয়ে তারা নিচের কয়েকটি কাজকে প্রধান্য দিয়েছেনঃ

১. রাস্তা মেরামত করা	১৬.০ %
২. এডিপি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা	১১.২ %
৩. আইন শৃংখলা রক্ষা করা	১০.১ %
৪. ভিজিএফ/ ভিজিডি কার্ড বিতরণ	৮.৫ %
৫. জন্ম নিবন্ধন	৮.০ % উল্লেখযোগ্য

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা তাদের প্রধান তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নিচের তিনটি কাজের কথা সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করেছেন কাজ তিনটি হলোঃ

১. ভিজিএফ/ ভিজিডি কার্ড বিতরণ (১৮.৩%)
২. বিধবা ভাতা প্রদান (৮.৯%)
৩. আইন শৃংখলা রক্ষা করা (৮.৫%) উল্লেখযোগ্য।

গবেষণায় দেখা যায় শতকরা ৮৩.০ জন নারী সদস্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে আছেন। বাকী ১৭.০ শতাংশ নারী সদস্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সাথে যুক্ত নন।

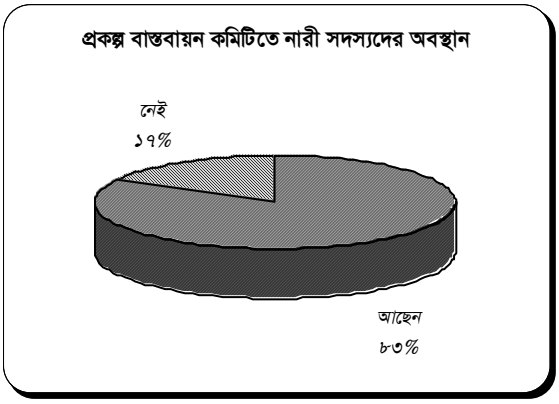

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দেখা যায় শতকরা ৭৫.৬ জন নারী সদস্য কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তবে নারী সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা যায় তাদের অধিকাংশই কমিটির সভাপতি থাকলেও কমিটির কাজগুলি পুরুষ সদস্যরাই করেন ।

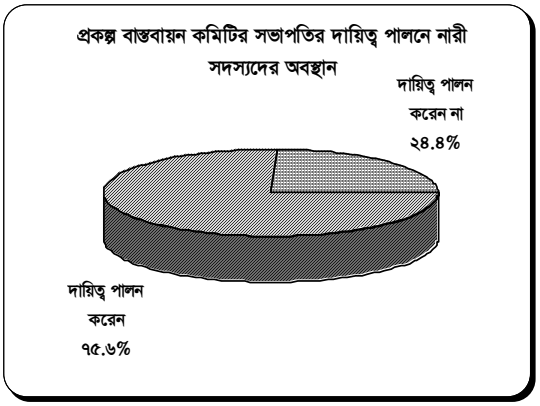

যে সকল কমিটিতে ইউপি নারী প্রতিনিধিরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো :

১. আইন শৃংখলা কমিটি (১০.৯%)
২. পরিবার পরিকল্পনা কমিটি (৯.৪%)
৩. নারী ও শিশু কার্যক্রম কমিটি (৭.৮%)

শতকরা ৬৫.৯ জন নারী সদস্য বলেছেন তাদের ইউনিয়নে ১৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে। অপর দিকে শতকরা ২০.৭ জন বলেছেন তাদের ইউপিতে কোন স্ট্যান্ডিং কমিটিই নেই। এছাড়া ১১টি কমিটি আছে বলেছেন ২.৪%, ৬টি কমিটির কথা বলেছেন ১.২%, ৫টি কমিটির কথা বলেছেন ১.২%, ৪টি কমিটির কথা বলেছেন ৭.৩% এবং ৩টি কমিটির কথা বলেছেন ১.২%.। এ ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে ইউনিয়ন পরিষদ প্রত্যেক বছরের প্রথম সভায় অথবা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

স্ট্যান্ডিং/স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠিত হলেও তা শুধু মাত্র কাগজে কলমে থাকে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের অনেক নারী সদস্যরাও জানেন না তার ইউনিয়নে কয়টি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে এবং তারা কে কোন কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত আছেন।

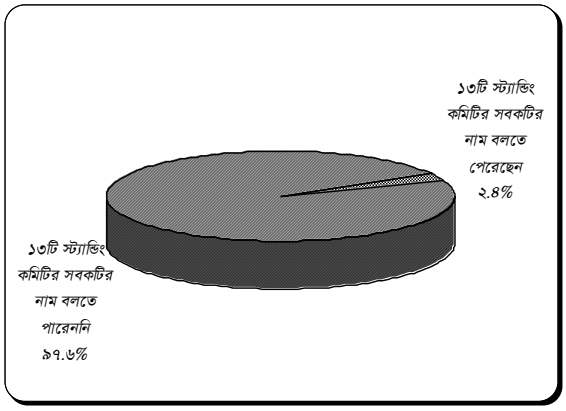

স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর নাম জানতে চাওয়া হলে মাত্র ২.৪ শতাংশ নারী সদস্য ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সবকটির নাম বলতে পেরেছেন। শতকরা ৯৭.৬ জন নারী সদস্য ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সবকটির নাম বলতে পারেননি। তবে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্পর্কে সব নারী সদস্যদের একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন এর জবাবে নারী সদস্যদের শতকরা ৩২.৯ জন বলেছেন পুরষ সদস্যদের ব্যবহার ভাল, পুরুষ সদস্যদের ব্যবহার মোটামুটি বলেছেন শতকরা ৪৮.৮ জন এবং খারাপ বলেছেন শতকরা ১৮.৩ জন।

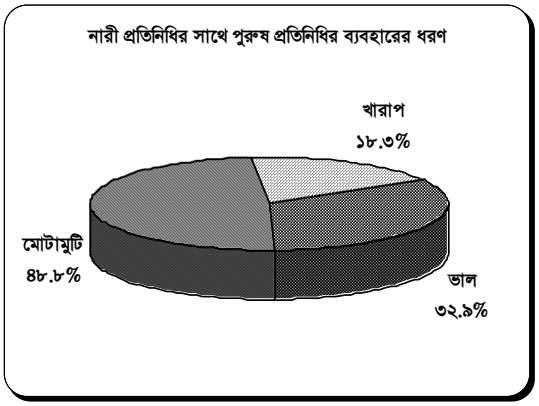

চারটি প্রকল্প এলাকার ভিত্তিতে দেখা যায় নীলফামারীর কর্ম এলাকার ইউনিয়নগুলোর পুরুষ সদস্যরা নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে (৬০.০%), অপর দিকে দিনাজপুরে পুরুষ সদস্যরা নারীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে না (৪০.০%)। দিনাজপুর এলাকায় নারী সদস্যদের প্রতি ভাল ব্যবহার না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। এলাকার মৌলবাদীদের প্রভাব বেশী থাকার কারণে নারী সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট এলাকায় নারী সদস্যদের শিক্ষার হারও তুলনামূলক ভাবে কম। নিচে পুরুষ সদস্যরা নারীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করেন তার একটি চিত্র দেয়া হলো।

টেবিল - ৩

জেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের ব্যবহার			মোট
		ভাল	মোটামুটি ভাল	ভাল নয়	%
গাজীপুর	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	১	০	০	৮.৩%
	এসএসসি	২	৪	২	৬৬.৭%
	এইচএসসি	০	২	০	১৬.৭%
	গ্রাজুয়েট	১	০	০	৮.৩%
	মোট	৩৩.৩%	৫০.০%	১৬.৭%	১০০.০%
নীলফামারী	প্রাইমারী লেভেল	২	০	০	১৩.৩%
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৩	২	৩	৫৩.৩%
	এসএসসি	৪	১	০	৩৩.৪%
	মোট	৬০.০%	২০.০%	২০.০%	১০০.০%
দিনাজপুর	প্রাইমারী লেভেল	০	১	০	১০.০%
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	১	৩	২	৬০.০%
	এসএসসি	০	০	১	১০.০%
	এইচএসসি	০	১	১	২০.০%
	মোট	১০.০%	৫০.০%	৪০.০%	১০০.০%
যশোর	প্রাইমারী লেভেল	১	২	২	১১.১%
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৭	১০	৩	৪৪.৪%
	এসএসসি	৩	৯	১	২৮.৯%
	এইচএসসি	১	৫	০	১৩.৩%
	গ্রাজুয়েট	১	০	০	২.৩%
	মোট	২৮.৯%	৫৭.৮%	১৩.৩%	১০০.০%
মোট		৩২.৯%	৪৮.৮%	১৮.৩%	১০০.০%

শিক্ষার ক্ষেত্রে গাজীপুরে দেখা যায় (৯১.৭%) এবং যশোরে (৪৪.৪%) নারী সদস্য এসএসসি বা তারচেয়ে বেশী শিক্ষিত ফলে সেখানকার নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের ব্যবহারও ভাল। অপরদিকে দিনাজপুরে মাত্র (৩০.০%) এবং নীলফামারীতে মাত্র (৩৩.৪%) নারী সদস্য এসএসসি বা তারচেয়ে বেশী শিক্ষিত । সেখানকার ইউপি নারী সদস্যদের প্রতি পুরুষ সদস্যদের ব্যবহার ভাল নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার একটি প্রভাব তাদের ব্যবহারেও পড়েছে।

নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের বাঁধার সম্মুখিন হয়েছেন। শতকরা ৭৩.৪ জন নারী সদস্য কাজে কোন বাঁধার সম্মুখিন হননি বাকী শতকরা ২৬.৬ জন বলেছেন তারা কাজ করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখিন হয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এসব ইউনিয়নের নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালনে খুব একটা বাধার সম্মুখিন হন না।

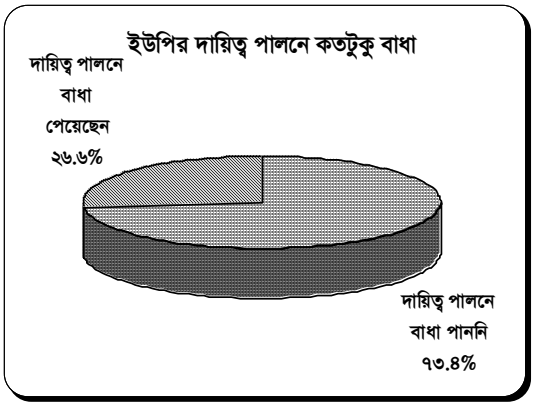

যারা বাঁধা পেয়েছেন তাদের মধ্যে ৪৩.৫% বাঁধা পেয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের জনগনের কাছ থেকে, শতকরা ৫৬.৫ জন বাঁধা পেয়েছেন তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে।

টেবিল - ৪

এলাকার ভিত্তিতে নারী প্রতিনিধিরা কতটুকু বাধার পেয়েছেন

জেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ইউপির কাজে বাধার সম্মুখিন হন কি না		মোট
		হ্যা	না	%
গাজীপুর	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	০	১	৮.৩
	এসএসসি	০	৮	৬৬.৭
	এইচএসসি	১	১	১৬.৭
	গ্রাজ্যুয়েট	১	০	৮.৩
	মোট	২ (১৬.৭%)	১০ (৮৩.৩%)	১০০.০
নীলফামারী	প্রাইমারী লেভেল	০	২	১৩.৪
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৩	৫	৫৩.৩
	এসএসসি	০	৫	৩৩.৩
	মোট	৩ (২০.০%)	১২ (৮০.০%)	১০০.০
দিনাজপুর	প্রাইমারী লেভেল	০	১	১০.০
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	২	৪	৬০.০
	এসএসসি	০	১	১০.০
	এইচএসসি	২	০	২০.০
	মোট	৪ (৪০.০%)	৬ (৬০.০%)	১০০.০
যশোর	প্রাইমারী লেভেল	০	৫	১১.১
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৭	১৩	৪৪.৪
	এসএসসি	৩	১০	২৮.৯
	এইচএসসি	৩	৩	১৩.৩
	গ্রাজ্যুয়েট	১	০	২.৩
	মোট	১৪ (২৯.৬%)	৩১ (৭০.৪%)	৪৫
মোট		২৬.৬%	৭৩.৪%	১০০.০%

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় গাজীপুরের নারী প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এলাকাবাসী বা তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে সবচেয়ে কম বাঁধার (১৬.৭%) সম্মুখিন হয়েছেন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় গাজীপুরের নারী প্রতিনিধিদের ১২ জন সদস্যের ১১ জনই এসএসসি থেকে গ্র্যাজ্যুয়েট পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। মাত্র ১ জন হাইস্কুল লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে চারটি প্রকল্প এলাকার নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে গাজীপুরের প্রতিনিধিরা সবচেয়ে শিক্ষিত। এর ফলে সেখানকার নারী প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম বাঁধার সম্মুখিন হয়েছেন।

অপরদিকে দিনাজপুরের ১০জন নারী প্রতিনিধির ৭জনই হাই স্কুল লেভেল পার হতে পারেননি। এ এলাকার নারী প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এলাকাবাসী বা তাদের সহকর্মীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী বাঁধার (৪০.০%) সম্মুখিন হয়েছেন।

নীলফামারী জেলার ৫টি ইউনিয়নের ১৫জন নারী প্রতিনিধির ১০ জনই হাইস্কুল লেভেল পার হতে পারেননি। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এলাকার নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষার হার কম হলেও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা কম বাধার সম্মুখিন হয়েছেন। এর প্রধান একটি কারণ হলো এলাকার জনগন অত্যন্ত দরিদ্র । ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কাজের প্রতি তাই সাধারণ জনগণের উৎসাহ লক্ষণীয় । এর ফলে ইউপির কাজ নিয়ে জনগণের কাছ থেকে বাধার সম্মুখিন হতে হয় না। তাছাড়া এলাকার জনগণের শিক্ষার হারও অত্যন্ত কম।

দুঃস্থ নারীদের তালিকা তৈরী করা ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজ। এ ব্যাপারটি শতকরা ৯৫.১ জন নারী সদস্য জানেন। বাকী শতকরা ৪.৯জন নারী সদস্য তালিকা তৈরীর ব্যাপারটি জানেন না। যারা ব্যাপারটি জানেন তাদের সবাই তালিকা তৈরীর কাজ করে থাকেন। তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে যে দিকগুলি বিবেচনায় প্রধান্য পায় তাহলো নিম্নরূপ

টেবিল - ৫
দুঃস্থ নারীদের তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে যে দিকগুলি বিবেচনায় প্রধান্য পায়

দুঃস্থদের তালিকা তৈরীতে বিবেচ্য দিক	শতকরা (%)
বিধবা	৩৪.২
দবিদ্র/সহায় সম্বলহীন	২৩.৮
আয়ের কোন উৎস নেই	১০.৪
বেশী বয়স্ক	৯.৮
ভূমিহীন	৭.৮
অসহায় বৃদ্ধা নারী	৬.৭
প্রতিবন্ধী	৬.২
পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী	১.০
মোট	১০০.০

শতকরা ৯০.২ জন নারী সদস্য জানায় তারা বিধবা নারীদের তালিকা তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত, বাকী ৯.৮ শতাংশ নারী সদস্য এর সাথে সম্পৃক্ত নয়।

নারী সদস্যরা কাজ পায় কিনা এর উত্তরে ৫০.০শতাংশ নারী বলেন তারা কাজ পায়, বাকী ৫০.০ শতাংশ নারী সদস্য কাজ পায় না। তবে কাজ না পাওয়া বলতে তারা এখানে প্রকল্পের কাজ পান না বলে জানান।

বিভিন্ন জেলার ভিত্তিতে দেখা যায় গাজীপুরে নারী সদস্যরা সবচেয়ে বেশী কাজ পায় (৬৬.৭%) অপর পক্ষে নীলফামারী ও যশোরের কাজ না পাওয়া নারী সদস্য (৫৩.৩%) দিনাজপুরের ৫০.০% নারী সদস্য কাজ পায়। বাকীরা কাজ পায় না।

টেবিল - ৬

ইউনিয়ন পরিষদের কাজের বাধা উত্তরণ ও কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব

জেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কাজ পান কিনা		মোট	শিক্ষার হার
		কাজ পায়	কাজ পায়না		
গাজীপুর	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	১	০	১	৭.৩
	এসএসসি	৬	২	৮	৯১.৭
	এইচএসসি	০	২	২	
	গ্রাজ্যুয়েট	১		১	
	মোট	৮(৬৬.৭%)	৪(৩৩.৩%)	১২(১০০.০%)	১০০.০
নীলফামারী	প্রাইমারী লেভেল	২	০	২	৬৬.৭
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৩	৫	৮	
	এসএসসি	২	৩	৫	৩৩.৩
	মোট	৭(৪৬.৭%)	৮(৫৩.৩%)	১৫(১০০.০%)	১০০.০
দিনাজপুর	প্রাইমারী লেভেল	১	০	১	৭০.০
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৩	৩	৬	
	এসএসসি	১	২	৩	৩০.০
	মোট	৫(৫০.০%)	৫(৫০.০%)	১০(১০০.০%)	১০০.০
যশোর	প্রাইমারী লেভেল	২	৩	৫	৫৫.৬
	হাইস্কুল লেভেল (৬-১০ম শ্রেনী পর্যন্ত)	৯	১১	২০	
	এসএসসি	৭	৬	১৩	৪৪.৪
	এইচএসসি	৩	৩	৬	
	গ্রাজ্যুয়েট	০	১	১	
	মোট	২১(৪৬.৭%)	২৪(৫৩.৩%)	৪৫(১০০.০%)	১০০.০
মোট		৫০.০%	৫০.০%	১০০.০%	

কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় গাজীপুর জেলার ইউনিয়নগুলোর নারী প্রতিনিধিরা অন্যান্য এলাকার নারী প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশী কাজ পাচ্ছেন। এখানে গাজীপুরের নারী প্রতিনিধিদের শতকরা ৬৬.৭ জন ইউপির কাজ পাচ্ছেন। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় গাজীপুরের নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষার হার বেশী। গাজীপুরের নারী সদস্যদের ৯১.৭% এসএসসি বা তার চেয়ে বেশী শিক্ষিত। অপরদিকে নীলফামারী জেলার নারী প্রতিনিধিরা স্বল্প শিক্ষিত। নীলফামারীর নারী প্রতিনিধিদের মাত্র ৩৩.৩% এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন । ফলে তারা তাদের কাজ বুঝে নিতে পারে না এবং কাজ কম পান। যশোর এবং দিনাজপুর জেলার নারী সদস্যরা তুলনামূলকভাবে গাজীপুরের চেয়ে কম শিক্ষিত হওয়ায় তারাও গাজীপুরের চেয়ে কম কাজ পাচ্ছেন।

কাজ না পাওয়ার প্রধান কারণগুলি নীচে দেয়া হলোঃ

টেবিল - ৭

নারী সদস্যদের কাজ না পাওয়ার কারণ

কাজ না পাওয়ার কারণ	%
চেয়ারম্যান কোন কাজ দেয় না	১৬.৯
সরকারী বরাদ্দ কম	১২.৪
রাজনৈতিক দলীয়করণ	১২.৪
পুরুষ সহকর্মীরা গুরুত্ব দেয় না	১১.২
নারী সদস্যদের প্রতি অবহেলা	৯.০
সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে গুরুত্ব পান না	৫.৬
নারীরা কাজ করতে পারে না	৫.৬
সহকর্মীদের গাফিলতি	৫.৬
সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই	৫.৬
নারী পুরুষের বৈষম্য	৩.৪
সরকারী তদারকী কম	৩.৪
নারীদের কোন অধিকার নেই	২.২
সামাজিক বাধা	২.২
স্বজনপ্রীতি	৩.৪
কিছু বলতে চান না	১.১
মোট	১০০.০

আপনাদের ইউনিয়নে মাসিক সভা হয় কিনা এর উত্তরে ৭০.৮ শতাংশ নারী সদস্য বলেন তাদের ইউনিয়ন পরিষদে মাসিক সভা হয়, ২০.৭ শতাংশ নারী সদস্য বলেন তাদের ইউনিয়ন পরিষদে মাসিক সভা মাঝে মাঝে হয়, শতকরা ৭.৩ জন বলেন তাদের ইউনিয়ন পরিষদে মাসিক সভা হয় না। বাকী শতকরা ১.২ জন জানেন না তাদের ইউনিয়ন পরিষদে আদৌ কোন মাসিক সভা হয় কি না।

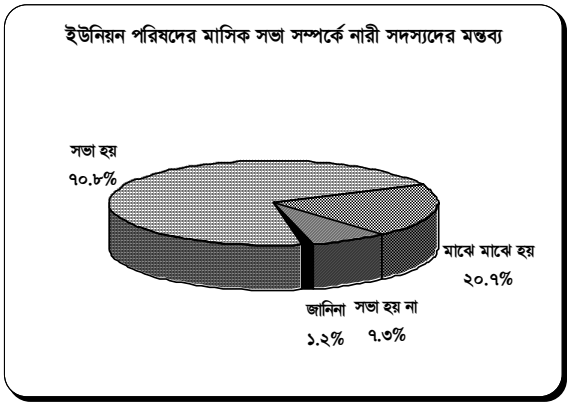

টেবিল - ৮

ইউনিয়নের মাসিক সভা সম্পর্কে নারী সদস্যদের মতামত

মাসিক সভা সম্পর্কে নারী সদস্যদের মতামত	গাজীপুর	নীলফামারী	দিনাজপুর	যশোর	মোট
মাসিক সভা হয়	৫৮.৩%	৫৩.৩%	৬০.০%	৮৪.৪%	৭২.০%
মাঝেমাঝে মাসিক সভা হয়	২৫.০%	২৬.৭%	৩০.০%	১৫.৬%	২০.৭%
মাসিক সভা হয়না	১৬.৭%	২০.০%	১০.০%	.০%	৭.৩%
মোট	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%

নীলফামারীতে সর্বোচ্চ শতকরা ২০.০ জন ইউপি নারী সদস্য বলেছেন তাদের ইউনিয়নে মাসিক সভা হয় না। এই হার গাজীপুরে শতকরা ১৬.৭ জন, দিনাজপুরে শতকরা ১০.০ জন। যশোরের কোন নারী সদস্যই বলেননি তাদের ইউনিয়নে মাসিক সভা হয় না। অপরদিকে যশোরে সর্বোচ্চ শতকরা ৮৪.৪ জন ইউপি নারী সদস্য বলেছেন তাদের ইউপিতে নিয়মিত মাসিক সভা হয়। দিনাজপুরে শতকরা ৬০.০ জন, গাজীপুরে ৫৮.৩ জন এবং নীলফামারীতে শতকরা ৫৩.৩ জন বলেছেন তাদের ইউপিতে নিয়মিত মাসিক সভা হয়।

তবে শতকরা ৫৭.৩ জন নারী সদস্য বলেন মাসিক সভায় তাদের ওয়ার্ডের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ৭.৩% নারী সদস্য বলেন তারা তাদের সমস্যার কথা মাঝে মাঝে তুলে ধরেন, তবে ৩৫.৪% নারী সদস্য জানান তারা তাদের পুরুষ সহকর্মীদের জন্য সমস্যা তুলে ধরতে পারেন না।

শতকরা ৪১.৫ জন নারী সদস্য মনে করেন উপজেলা মাসিক সভায় তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। ২২.০ শতাংশ নারী সদস্য মনে করেন উপজেলা মাসিক সভায় তাদের সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হয় ৭.৩ শতাংশ নারী সদস্য মনে করেন উপজেলা মাসিক সভায় তাদের সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। ২৯.৩ শতাংশ নারী সদস্য জানেন না যে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় কি হয় না।

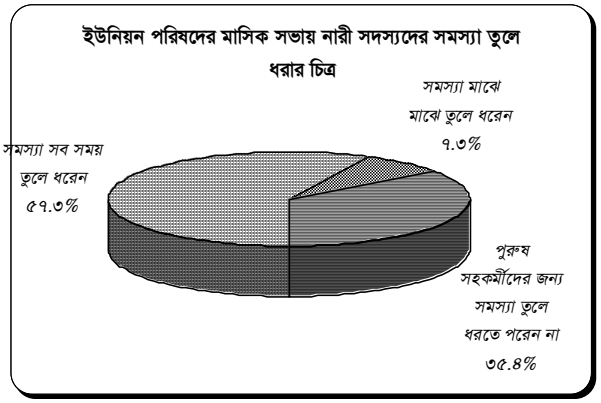

টেবিল - ৯

ইউপি সদস্যদের উত্থাপিত সমস্যা সমুহ ইউডিসিসিতে আলোচনার অবস্থান

আলোচনার অবস্থান	%
ইউডিসিসিতে আলোচনা হয়	৪১.৫
জানিনা	২৯.৩
মাঝে মধ্যে আলোচনা হয়	২২.০
আলোচনা হয়না	৭.৩
মোট	১০০.০

শতকরা ৬৫.৯ জন নারী সদস্য বলেছেন তারা বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন, ৩৪.১% বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন না। বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে তারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

টেবিল - ১০

বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত দিক প্রধান্য দিয়ে থাকেন

বিবেচ্য বিষয়সমূহ	%
বয়স ৬৫ এর বেশী	৩১.২
গরীব	১৮.২
উপার্জনের কোন উৎস নেই	১৩.৬
উপার্জনের ক্ষমতা নেই	৯.৭
ভূমিহীন	৭.৮
পঙ্গু	৬.৫
বিধবা	৪.৫
ছেলে সন্তান নেই	৩.৯
তালাকপ্রাপ্তা	২.৬
ইউনিয়নের অধিবাসী কিনা	১.৩
সমাজের গন্যমান্যদের পরামর্শ	.৬
মোট	১০০.০

শতকরা ৮৬.৬ জন নারী সদস্য তাদের এলাকার নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করার কাজের সাথে জড়িত, ১৩.৪% নারী সদস্য এর সাথে জড়িত নন। যারা সমস্যা চিহ্নিত করেন তাদের ৮০.৫% নারী সদস্য এলাকার নারীদের সমস্যা চিহ্নিত করার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন, ১৯.৫% নারী সদস্য সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করেন না। কারণ সমস্যা সমাধানের আর্থিক দিকটি তারা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে ম্যানেজ করতে পারেন না। এই আর্থিক দিকটি ম্যানেজ করতে না পারার প্রধান কারণ হলো চেয়ারম্যান ও নারী সদস্য এ দুজনের ভিন্ন রাজনৈতিক পরিচয়।

শতকরা ৯৩.৯ নারী সদস্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এবং ডেমক্রেসিওয়াচ বিভিন্ন থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, মাত্র ৬.১% নারী সদস্য প্রশিক্ষণ পাননি। ডেমক্রেসিওয়াচের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নীলফামারীতে ৩জন এং যশোরে ২ জন নারী সদস্য তাদের ব্যক্তিগত কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

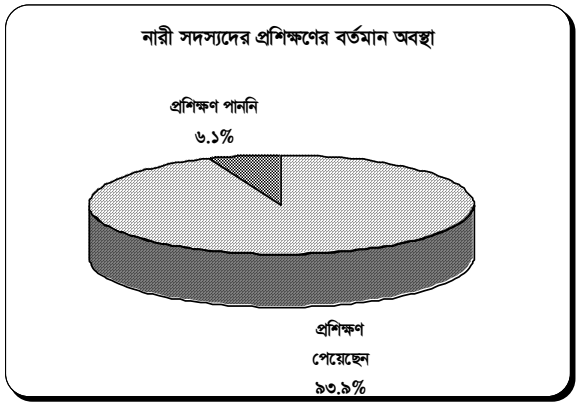

বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের তালিকা তৈরীতে দূর্নীতি প্রশ্নে শতকরা ৪৩.৯ জন সদস্য বলেছেন দূর্নীতি হয়, ৫৩.৭% নারী সদস্য বলেন কোন দূর্নীতি হয়না, ২.৪% বলেছেন তারা এ ব্যাপারে জানেন না। এই দূর্নীতির সাথে কারা জড়িত এ ব্যাপারে তারা নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কথা বলেছেনঃ

টেবিল - ১১
দূর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিরা

দূর্নীতির সাথে কারা জড়িত	%
চেয়ারম্যান ও মেম্বার	২৩.২
গন্যমান্য ব্যক্তি	৬.১
গ্রাম সরকার	৩.৭
রাজনৈতিক নেতা	৩.৭
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	২.৪
ইমাম	২.৪
বলতে চান না	৪.৮
দূর্নীতির সাথে জড়িত নয়	৫৩.৭
মোট	১০০.০

শতকরা ২৫.৬ জন নারী সদস্য জানান ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দূর্নীতি হয়, ৭৪.৪% নারী সদস্য জানান দূর্নীতি হয় না। তাদের অনেকেই জানান চেয়ারম্যান মেম্বারদের আত্নীয় স্বজনদের দু একটি কার্ড দেওয়াকে তারা দূর্নীতি মনে করেন না।

ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে যে ধরণের দূর্নীতি হয় তা নিম্নরূপঃ

টেবিল - ১২

ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দূর্নীতির ধরণ

দূর্নীতির ধরণ	%
স্বজনপ্রীতি	৪৮.৪
রাজনৈতিক দলীয়করণ	২২.৬
আর্থিক লেন দেন	৯.৭
যে বাড়িতে ভোটার বেশী তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া	৬.৫
নাম পরিবর্তন করে দেয়া	৩.২
নারীদের এই তালিকা তৈরীতে কোন ভূমিকা রাখতে দেয়না	৩.২
বলতে চান না	৩.২
একই পরিবারের একাধিক সদস্য কার্ড পাওয়া	৩.২
মোট	১০০.০

এই ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দূর্নীতির সাথে সবচেয়ে বেশী জড়িত মেম্বার (৪১.৩%), তার পরেই রয়েছেন চেয়ারম্যান (৩০.৪%) আরো যারা এর সাথে জড়িত তা নিম্নের টেবিলে দেওয়া হলোঃ

টেবিল - ১৩

ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দূর্নীতির সাথে যারা জড়িত

দূর্নীতির সাথে কারা জড়িত	%
মেম্বার	৪১.৩
চেয়ারম্যান	৩০.৪
ইউপি সেক্রেটারী	৮.৭
রাজনৈতিক দলের লোক	৮.৭
বলতে চান না	৪.৩
এলাকার অসাধু লোক	২.২
দফাদার	২.২
এলাকার প্রভাবশালী লোক	২.২
মোট	১০০.০

সাধারণত এসব ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ডগুলো ইউপি সদস্যরাই বিতরণ করে থাকেন। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ যে পরিমাণ কার্ড পায় তা ইউপি সদস্যদের ভাগ করে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যারা কার্ড পাওয়ার যোগ্য তারা কার্ড পায় না। মেম্বাররা টাকার বিনিময়ে এ কার্ড অন্যদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এ টাকার একটি অংশ তারা চেয়ারম্যানকে দেন এ রকম অভিযোগ শোনা যায়। এখানে ভিজিডি/ ভিজিএিফ কার্ড বিতরণের তালিকা তৈরী থেকে বিতরণ পর্যন্ত সব কাজই ইউপি সদস্যরা করে থাকেন ফলে এ কাজে সাধারণ জনগণের কোন সম্পৃক্ততা নেই । এ কারণেই দূর্নীতি হয় বলে ধারণা রয়েছে।

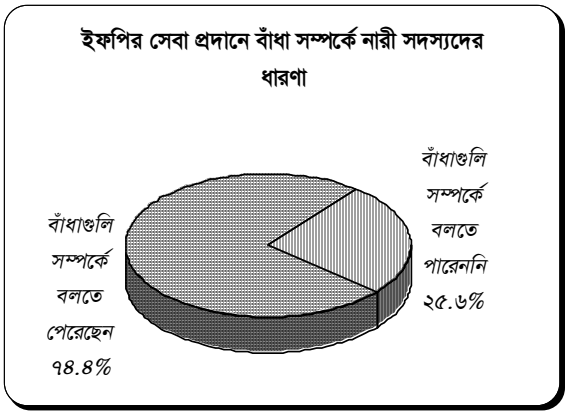

ইউনিয়ন পরিষদে সেবা প্রদানে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা সম্পর্কে বলতে পেরেছেন শতকরা ৭৪.৪ জন নারী সদস্য। শতকরা ২৫.৬ জন নারী সদস্য কোন বাঁধা সম্পর্কে বলেননি।

নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানে প্রধান তিনটি বাঁধা চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে ১৬.০ শতাংশ বলেছেন দলীয়করণ সেবা প্রদানের একটি প্রধান বাঁধা। শতকরা ১৩.০ জন নারী সদস্য সেবা প্রদানের প্রধান বাঁধা হিসাবে উল্লেখ করেছেন ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারকে। ইউপির বিভিন্ন সেবা প্রদানে আর্থিক সমস্যার কথা বলেছেন শতকরা ১১.০ জন। নারী সদস্যদের মতে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাঁধাগুলি নিম্নরূপঃ

টেবিল - ১৪
ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাঁধা

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা	%
রাজনৈতিক দলীয়করণ	১৬
সরকারী বরাদ্দ কম	১৫
চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের অসাধুতা	১৩
পুরুষ মেম্বারের অসহযোগিতা	৮
জনসংখ্যা অনুপাতে বরাদ্দ কম	৭
এলাকার মানুষের বাঁধা	৭
সরকারী সহযোগিতা কম	৬
স্বজনপ্রীতি	৬
সচেতনতার অভাব	৫
দক্ষ ইউপি প্রতিনিধির অভাব	৪
কোন বাঁধা নেই	৩
শিক্ষার অভাব	৩
ইউপিতে লোকবলের অভাব	২
নিজস্ব আয়ের স্বল্পতা	২
সরকারী অবহেলা	১
বরাদ্দ হলেও সময় মত পাওয়া যায় না	১
ট্যাক্স আদায় হয় না	১
মোট	১০০

কেস স্টাডি-১
পারভীন আক্তার
উপশহর ইউনিয়ন পরিষদ, যশোর

পারভীন আক্তার। বয়স ৩৫। যশোর সদর থানার উপশহর ইউনিয়নের অধিবাসী। উপশহর ইউনিয়নের ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত মহিলা সদস্য। পারভীন অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তিনি ২০০৩ সালে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন। ইউপির মহিলা সদস্যের পাশাপাশি তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য হস্তশিল্পের ব্যবসা করেন। তার মাসিক পারিবারিক আয় ৮,০০০ টাকা। তার পরিবারের কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকায় সম্পত্তি থেকে তার কোন আয় নেই।

ইউপি প্রতিনিধি হিসাবে পারভীন জানান, ইউপির প্রধান কাজ জনগনের প্রাপ্য সেবাগুলো সঠিকভাবে জনগণকে দেওয়া। সেবাগুলোর মধ্যে প্রধানত এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত, স্কুলগুলোর সংস্কার, জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুল-কালভার্ট নির্মাণ, সুষ্ঠুভাবে ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড বিতরণ, বয়স্ক ভাতা প্রদান এবং প্রকৃত বিধবাদের ভাতা প্রদান ইত্যাদি বিষয়গুরো গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

ইউপি নারী প্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে তিনি থাকেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। তবে স্ট্যান্ডিং কমিটির ব্যাপারে তিনি জানালেন তার ইউপিতে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো কাগজে কলমে আছে কিন্তু বাস্তবে এগুলো এখনো কার্যকর হয়ে ওঠেনি।

তিনি জানান তার ইউপিতে পুরুষ সদস্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ভাল। ইউপি পুরুষ সদস্যরা তাদের কোন কাজে বাধা দেয় না। ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি ইউনিয়নবাসী বা তার পুরুষ সহযোগিদের কাছে থেকে কোন ধরনের বাঁধার সম্মুখিন হননি।

তিনি জানান ইউনিয়ন পরিষদের দুঃস্থ নারীদের তালিকা তৈরী করা ইউপি নারী সদস্যের কাজ এবং দুঃস্থ নারীদের তালিকা তৈরীর কাজে তিনি নিয়মিতভাবে অংশ নেন । এই ইউনিয়নের প্রতিটি নারী সদস্য তাদের নিজ ওয়ার্ডের তালিকা তৈরী করেন। ইউনিয়ন পরিষদের দুঃস্থ নারীদের তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা কতগুলো বিষয় বিবেচনায় আনেন । যে বিষয়গুলো তালিকা তৈরীর ক্ষেত্রে তিনি দেখেন সেগুলো হলো, মহিলাটি সহায়সম্বলহীন কিনা, স্বামী পরিত্যক্ত কিনা, মহিলাটি সত্যিই বিধবা কিনা এবং তিনি উপার্জনে অক্ষম কিনা ইত্যাদি। এছাড়া তিনি ও অন্যান্য ইউপি নারী সদস্যরা যার যার এলাকায় বিধবা নারীদের তালিকাও তৈরী করেন।

তার ইউনিয়নে নারী সদস্য বয়স্কভাতা কর্মসূচীর সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ক্ষেত্রে তারা বয়স্ক নারীদের একটি তালিকা তৈরী করেন। তালিকা তৈরীতে তারা কতগুলো দিক বিবেচনা করেন। যেমন বয়স্ক নারীদের বয়স ৬৫ এর ওপর হতে হবে, উপার্জনে অক্ষম কিনা সে সত্যিকার অর্থে দরিদ্র কিনা ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্য সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করে নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

ইউপির নারী সদস্যরা ঠিকমত কাজ পায় কিনা এর উত্তরে ইউপি নারী সদস্য পারভীন আক্তার বলেন, আমাদের ইউনিয়নে প্রতিটি নারী সদস্য তাদের কাজ ঠিক মত পায়। তবে তিনি বলেন সরকারই ইউপি নারী সদস্যদের কম গুরুত্ব দেন। যেমন পুরুষ সদস্যরা যেখানে ১ টি ওয়ার্ডের জন্য যে পরিমাণ ভিজিএফ বা ভিজিডি কার্ড পায় সেখানে নারী সদস্যরা ৩ টি ওয়ার্ডের জন্য একই পরিমাণ ভিজিএফ বা ভিজিডি কার্ড পায়। ফলে ইউপিবাসীর সাথে নারী সদস্যদের প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পারভীন বলেন, 'নারী সদস্যরা যেহেতু ৩টি ওয়ার্ডে কাজ করে তাই তাদেরকে ৩ গুন বেশী কার্ড দিলে তাদের কাজে আরো গতি আসতো এবং ইউপিবাসীর সাথে নারী সদস্যের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতো না'।

নারী সদস্যদের কাজ না পাওয়ার বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন তাদের অজ্ঞতাকে। তিনি বলেন, 'নারী সদস্যরা জানেনই না তার পাওনা কতটুকু। তার পাওনা কতটুকু যদি তিনি না জানেন তাহলে চেয়ারম্যানের কাছে চাইবেন কি করে। এছাড়া দলীয় প্রভাব আরেকটি বড় কারণ। যদি চেয়ারম্যান এক দলের হয় এবং নারী সদস্য অন্য দলের হয় সে ক্ষেত্রে নারী সদস্যের কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাড়ায়'।

মাসিক সভার ক্ষেত্রে তিনি জানান তাদের ইউপিতে প্রতি মাসে মাসিক সভা হয় না। মাঝে মাঝে ইউপিতে সভা হয়, সে সময় নারী সদস্যরা তাদের ওয়ার্ডের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন এবং সভায় সেসব সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

নারী সদস্যদের আর একটি বিশেষ কাজ ইউনিয়নে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা। তিনি জানান তাদের ইউনিয়নে ৩ নারী সদস্য মিলে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং এর প্রতিকারের চেষ্টা করেন। এর মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক এবং নারী নির্যাতন ইত্যাদি।

তিনি জানান নারী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তিনি একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এ ছাড়া নিয়মিত ভিত্তিতে ডেমক্রেসিওয়াচের 'জনগনের দরবার' প্রকল্প থেকেও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

নিজ এলাকায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা তৈরীর কাজে তিনি অংশ নেন। তিনি জানান এ কাজে উল্লেখযোগ্য কোন দূর্নীতি হয়না, মাঝে মাঝে তালিকায় দু একটি জায়গায় ইউপি সদস্যের আত্নীয়ের নাম দেওয়া হয়। তালিকায় দু একটি জায়গায় ইউপি সদস্যের দুএকজন আত্নীয়ের নাম অর্ন্তভূক্ত করাকে তিনি দূর্নীতি বলতে চান না।

ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ডের ক্ষেত্রেও একই ধরণের দূর্নীতির ঘটনা ঘটে। নিজেদের আত্নীয় স্বজনরা দু একটি কার্ড পায়। এই দূর্নীতির সাথে ইউপি সদস্যরাই জড়িত থাকেন।

ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন,

ইউনিয়ন পরিষদকে ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিলে ভাল হবে, ফলে তারা তার কাজের মনিটরিং করতে পারবেন।

বাজারগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রনে চলে যাওয়ায় তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ কমে গিয়েছে। ফলে ইউপির সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এর একটি বিরাট প্রভাব পড়ে। তাই ইউপির এলাকায় অবস্থিত হাট বাজার ইউপির নিয়ন্ত্রণে দিতে হবে বলে তিনি দাবী করেন।

দলীয় প্রভাব সুষ্ঠু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বাঁধা। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের দলের সমর্থকদের বিভিন্ন ধরণের সুবিধা দিতে ইউনিয়ন পরিষদকে চাপ দেয় বলে তিনি মনে করেন।

কেস স্টাডি-২
শাহিদা আক্তার
ইউপি সদস্য, কচুয়া ইউনিয়ন, যশোর

শাহিদা আক্তার। যশোরে সদর উপজেলার কচুয়া ইউনিয়নের ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা ইউপি সদস্য। তার বয়স ৩৭ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ইউপি সদস্য ছাড়াও আদালতে ওকালতির কাজ করেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা এল এল বি। মাসিক পারিবারিক আয় ১০,০০০টাকা এবং সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক পারিবারিক আয় ১, ০০,০০০ টাকা।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী প্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের কাজগুলো সম্পর্কে তিনি জানেন। ইউনিয়ন পরিষদের ১০টি বাধ্যতামূলক ও ৩৮ ঐচ্ছিক কাজ সম্পর্কে তিনি মোটামুটি জানেন।

নারী প্রতিনিধি হিসাবে তার প্রধান তিনটি কাজের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি জানান বয়স্ক ভাতার তালিকা তৈরীতে তিনি সহায়তা করেন, তার ওয়ার্ডে বিধবাদের তালিকা তৈরীতে সহায়তা ও নিজ ওয়ার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ইউপিতে তুলে ধরে তা সমাধানের চেষ্টা করেন ।

তার ইউনিয়নের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে তিনি আছেন এবং তিনি বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
কচুয়া ইউনিয়নে ১৩ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তবে তিনি সব স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম জানেন না । তিনি তার ইউনিয়নের ৮টি কমিটির নাম বলতে পেরেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের আইন-শৃংখলা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন । এই দায়িত্ব পালন কালে তিনি দেখেন প্রথমে নারী নির্যাতন ও যৌতুকের কারণে কেউ নির্যাতিত হয়েছেন কিনা। এসময় এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতিও তিনি মনিটরিং করেন।

তিনি জানান তার ইউনিয়নের পুরুষ প্রতিনিধিরা তাদের সাথে মোটামুটি ভাল ব্যবহার করেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালন কালে তারা গ্রাম সরকারের কাছ থেকে বাঁধার সম্মুখিন হয়েছেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন রিলিফের কাজ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিএফ/ ভিজিডি কার্ড বিতরণ প্রভৃতি কাজ গ্রাম সরকারের সদস্যদের ইচ্ছায় করতে হয়। এদের তালিকাও তৈরী করতে হয় গ্রাম সরকারের ইচ্ছায়। ফলে তাদের পছন্দের লোকরাই এ সকল সুবিধা ভোগ করে।

এছাড়া তিনি বিধবা নারীদের তালিকা তৈরীতে সহায়তা করে থাকেন।
তিনি জানান তার ইউনিয়নে নারী সদস্যরা ঠিকমত কাজ পায় না। এর কারণ হিসাবে তিনি দলীয় মনোবৃত্তির কথা জানান। তিনি জানান একজন নারী সদস্যকে চেয়ারম্যান তার হাতে রাখেন। তাকে দিয়েই তিনি নারী মেম্বারদের সকল কাজ পাশ করিয়ে নেন। নারী সদস্য হিসাবে তিনি তার এলাকার সমস্যা ইউপির সভায় তুলে ধরেন, তবে এই সমস্যাগুলো কদাচিৎ সমাধান হয় বেশীর ভাগ সময় তাদের সমস্যাগুলি ইউপির সভায় আলোচনাই হয় না।
তিনি জানান তিনি বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়াও তিনি এলাকার নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করেন। সমস্যাগুলো প্রধানত নারী নির্যাতন, যৌতুক বাল্য বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ ইত্যাদি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা শুধু সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন কিন্তু পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাবে সবসময় সমস্যা সমাধান সম্ভব হয় না।

নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি ডেমক্রেসিওয়াচ সহ আরো দু একটা সংস্থা থেকে ইউপির কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুগুলো ছিল নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইউনিয়ন পরিষদের কাজ, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়। তিনি জানান, নিয়মিত ভিত্তিতে এ ধরণের প্রশিক্ষণ পেলে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আরো পরিস্কার ধারণা লাভ করতে সক্ষম হতো।

তিনি জানান তার এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুতিতে বিভিন্ন ধরণের দূর্নীতি হয়, এই দূর্নীতির সাথে গ্রাম সরকারের সদস্যরা জড়িত। এ ছাড়া ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, বিধবা ভাতা এবং ত্রাণ বিতরণে গ্রাম সরকার ব্যাপক দূর্নীতি করেন।

শাহিদা আক্তার এর মতে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা গুলো হলো :

- ইউপি পর্যায়ের সরকারী কর্মকতাদের ওপর চেয়ারম্যানের কোন কর্তৃত্ব নেই এবং তারা চেয়ারম্যানের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।
- ইউপির অর্ন্তগত বড় বড় বাজারগুলো সরকার ইউপির কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ায় ইউপির রাজস্ব আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থনৈতিক শক্তি আগের চেয়ে কমে গেছে।
- ইউনিয়ন পরিষদকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখতে হবে।

কেস স্টাডি-৩

রাজিয়া সুলতানা

ইউনিয়নঃ ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর

রাজিয়া সুলতানা। দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার ঘোড়াঘাট ইউনিয়নের ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের একজন ইউপি মহিলা সদস্য। তার বয়স ৩৫ বছর, তিনি এইচ এস সি পাশ করেছেন। তার মাসিক পারিবারিক আয় ২,০০০ এবং সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক পারিবারিক আয় ৩০,০০০ টাকা। তিনি ২০০৩ সালে ঘোড়াঘাট ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচিত হন। তখন থেকেই মূলত তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে জড়িত।

ইউনিয়ন পরিষদের ১০টি বাধ্যতামূলক কাজ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জানান কাজগুলো সম্পর্কে তিনি জানেন তবে তিনি ৪টির বেশী কাজের নাম বলতে পারেননি। নারী সদস্যদের প্রধান তিনটি কাজের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন বিচার সালিশ করা, ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণ ও তালিকা তৈরীতে সাহায্য করা, বয়স্ক ভাতার তালিকা এবং ভাতা প্রদান করা।

তিনি ইউনিয়ন পরিষদের দুটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে আছেন এবং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। কমিটিগুলো হলো এডিপি কমিটি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ কমিটি।

তার ইউনিয়ন ঘোড়াঘাটে ১৩টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সব কটি কমিটি আছে, তবে তিনি ৬টি স্ট্যান্ডিং কমিটির নাম বলতে পেরেছেন। কমিটিগুলো হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন শৃংখলা, মৎস ও পশুপালন এবং নারী ও শিশু। তিনি নারী ও শিশু কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই কমিটিতে তার কাজ হলো নারী ও শিশু বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের বিচার সালিশ এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা । এই ইউনিয়ন পরিষদের তিনি একমাত্র নারী সদস্য হওয়ায় তার সাথে পুরুষ প্রতিনিধিদের সম্পর্ক মোটামুটি ভাল। এছাড়া ইউপির দায়িত্ব পালনেও তিনি কারো কাছ থেকে কোন ধরণের বাঁধার সম্মুখিন হননি।

একজন নারী সদস্য হিসাবে তিনি ইউপির দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের তালিকা তিনি তৈরী করেন। এই তালিকা তৈরীতে তিনি, বিধবা নারী, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ও যাদের কোন জমিজমা নেই এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই করেন।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসাবে তিনি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার কাজগুলো পান। কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে তার কোন ধরণের সমস্যা হয়নি।

তিনি জানান তার ইউনিয়নে নিয়মিত মাসিক সভা হয়, এই মাসিক সভায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা নিজ নিজ এলাকার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। এই সমস্যাগুলো পরবর্তীতে চেয়ারম্যান উপজেলা মাসিক সভায় আলোচনা করেন।

বয়স্কভাতা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তারা প্রথমে গ্রামে গ্রামে গিয়ে একটি তালিকা তৈরী করেন। তিনি জানান, কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এই তালিকা তৈরী করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদের নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর সমাধানের বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পণা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নে তাকে উদ্যোগী হতে হয়। সাধারণত নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়গুলোই তারা চিহ্নিত করে থাকেন এর সমাধানকল্পে বিচার/সালিশ ও আলোচনা করে থাকেন।
তিনি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ডেমক্রেসিওয়াচ থেকেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ইউপির ভুমিকা, অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পণা প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

তিনি জানান তার এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা তৈরীতে কোন দূর্নীতি হয়না। বাস্তবে প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য বয়স্কভাতা আসে মাত্র ৪ থেকে ৫টি। যখন বয়স্কভাতার তালিকা তৈরী করেন তখন তালিকায় অনেকের নামই আসে কিন্তু যখন ভাতা দেওয়া হয় তখন ভাতা পায় মাত্র ৪ থেকে ৫ জন ফলে অধিকাংশ লোকই ভাতা পান না। তখন তারা মনে করেন ভাতা প্রদানে দূর্নীতি হয়েছে।
তিনি জানান তার ইউনিয়নে ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণে আগে কিছু দূর্নীতি হলেও এ বছর 'জনগণের দরবারের' সহায়তায় খুবই সুষ্ঠুভাবে এই কার্ড বিতরণ হয়। তিনি আরো জানান ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণের মত ইউপির অন্যান্য কাজগুলোও যদি 'জনগণের দরবারের' তদারকিতে হতো তা হলে ইউপির কাজ আরো ভাল হতো।

ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো কি এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ কম, জনগণের সচেতনতার অভাব, স্ট্যান্ডিং কমিটির সরকারী কোন বাধ্যবাধকতা নেই ও চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের অপ্রতুল মাসিক ভাতা।

কেস স্টাডি-৪

মনোয়ারা বেগম

ইউপি সদস্য, বুলাকিপুর ইউনিয়ন, দিনাজপুর

মনোয়ারা বেগম। বয়স ৪০ বছর । তিনি দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বুলাকিপুর ইউনিয়নের অধিবাসী। তিনি বুলাকিপুর ইউনিয়নের ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত একজন ইউপি মহিলা সদস্য। তিনি দশম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। তিনি একজন গৃহিনী তার মাসিক পারিবারিক আয় ২,৫০০ টাকা, সম্পত্তি থেকে তার বার্ষিক আয় ১০,০০০ টাকা। তিনি ২০০৩ সালে বুলাকিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সম্পর্কে তার মোটামুটি ধারণা রয়েছে তবে ইউপির ১০টি বাধ্যতামূলক কাজ তিনি সরাসরি বলতে পারেননি। বিচার সালিশ করা, বয়স্কভাতা প্রদান করা ও ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড বিতরণ করা নারী প্রতিনিধির প্রধান তিনটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

তিনি জানান তিনি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে আছেন এবং দুটি কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন । কমিটি দুটি হলো কালভার্ট তৈরী ও মেরামত কমিটি ও রিং স্লাব বিতরণ কমিটি।

বুলাকিপুর ইউনিয়নে ১৩টি স্ট্যন্ডিং কমিটির সব কটি কমিটি আছে তবে তিনি ৭টি কমিটির নাম বলতে পেরেছেন। কমিটিগুলো হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আইন ও শৃংখলা, মৎস ও পশুপালন, হিসাব ও নিরীক্ষা, নারী ও শিশু কল্যাণ।

তিনি নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এখানে তিনি নারী ও শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও বিচার সালিশ করেন।

তার ইউনিয়নের পুরুষ সদস্যদের সাথে তার সম্পর্ক ভাল নয় । এই সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, প্রকল্পের কাজ পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হয়। দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের তালিকা তৈরী যে তার কাজ এ ব্যাপারে তিনি জানেন এবং তিনি দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের তালিকা তৈরী করেন। তবে এই তালিকা পরবর্তীতে চেয়ারম্যান কতৃক পরীক্ষিত ও কখনো কখনো সংশোধিত হয়।

তার ইউনিয়নের নারী সদস্যরা কাজ পায় কিনা এর উত্তরে তিনি জানান আগে তারা কাজ পেতেন না বর্তমানে 'জনগণের দরবার' কাজ করার ফলে তারা কাজ পাচ্ছেন। আগে কাজ না পাওয়ার প্রধান কারণ ছিল দলীয়করণ।

বর্তমানে তার ইউনিয়নে মাসিক সভা হয় এবং তিনি মাসিক সভায় তার এলাকার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। তার এলাকার সমস্যাগুলো যাতে উপজেলা মাসিক সভায় আলোচনা হয় সে ব্যাপারে তিনি চেষ্টা করেন।
তিনি বয়স্কভাতা কার্যক্রমের সহ সভাপতির দাযিত্ব পালন করেন এবং এই তালিকা তৈরীতে সাহায্য করেন।

তবে তিনি জানান বয়স্কভাতা এত অল্প পরিমাণে আসে যে সাধারণ জনগণের সাথে তাদের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

এছাড়া নারীদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর সমাধান তারা করতে চেষ্টা করেন । ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা তৈরী ও সংস্কারের জন্য রাস্তা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেন এবং বর্তমানে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

তিনি বেসরকারী, সরকারী বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ, তালাক ও ইউপির বিভিন্ন কাজ।

আরএমপি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান তার এলাকায় আরএমপির কাজ নেই।

তিনি তার এলাকায় ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ড বিতরণের জন্য তালিকা তৈরীতে সাহায্য করেন। এখানেও বর্তমানে কোন দূর্নীতি হয়না।

তার মতে ইউনিয়ন পরিষদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দ খুবই কম, নারীদের কোন নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব নেই। তাছাড়া অধিকাংশ জনগনই এ বিষয়ে অসচেতন। এ বাঁধাগুলো অপসারন করতে পারলে ইউনিয়ন পরিষদ একটি কার্যকর ইউনিয়ন পরিষদ হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তার বিশ্বাস।

ফলাফলঃ

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়

- **যে সকল ইউনিয়নে নারী প্রতিনিধিরা শিক্ষিত সেসব ইউনিয়নে নারী প্রতিনিধিরা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে তাদের কাজ আদায় করে নিতে পারছে এবং কাজ করার ক্ষেত্রে তারা তাদের বাঁধাগুলো অতিক্রম করতে পারছে বা তারা কোন বাধার সম্মুখিন হচ্ছে না। ইউনিয়নের পুরুষ সহকর্মীরাও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করছে।**
- **অপর দিকে দেখা যায় যেখানে নারী প্রতিনিধিদের শিক্ষা কম সেসব ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা কাজ কম পাচ্ছে এবং কাজ করতে গিয়ে নানা রকম বাধার সম্মুখিন হচ্ছে।**
- **নারী সদস্যরা বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকলেও তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে এর প্রতিফলন দেখাতে পারেননি।**
- **নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের মাসিক সভায় তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারছেন না। ফলে এলাকার উন্নয়নে তারা কোন ভুমিকা রাখতে পারছে না।**
- **ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য জানেন না তাদের উথাপিত সমস্যাগুলো উপজেলা ডেভলপমেন্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটিতে (ইউডিসিসি) আলোচনা হয় কিনা।**
- **নারী সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের কমিটিগুলোতে সভাপতি থাকলেও বাস্তবে কাজগুলো করেন পুরুষ সদস্যরাই।**
- **নারী সদস্যরা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে যুক্ত থাকলেও তারা আসলে সত্যিকার অর্থে অনেক সময়েই প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত থাকেন না।**
- **ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে নারী সদস্যরা অর্ন্তভূক্ত থাকলেও ইউপির দক্ষতার অভাবেই তা শুধূ কাগজে কলমে থেকে যায়। নারী সদস্যরা স্ট্যান্ডিং কমিটি কার্যকর করতে তেমন কোন ভুমিকা রাখতে পারেন না।**
- **স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক দলীয়করণের ফলে নারী সদস্যরা কাজ পান না; আবার কাজ পেলেও তার কোন মূল্যায়ণ হয় না।**
- **ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, টিআর, কাবিখা ও বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা দুর্নীতি করেন। তাছাড়া অপর্যাপ্ত বরাদ্দের কারণেও সাধারণ জনগণের সাথে তাদের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।**

সুপারিশমালাঃ

- নারী সদস্যরা বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা থেকে মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণ পেলেও পরিষদ সঠিকভাবে পরিচালনা এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তারা এখনও ভালোভাবে জানেন না। ফলে তাদেরকে আরো ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজগুলি সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা দিতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট (NILG) ও বেসরকারী সংস্থা যারা ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে কাজ করেন তাদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশে একই ধরণের ম্যনুয়াল ব্যবহার করে নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।
- ইউপির নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত নয়, এজন্য সুস্পষ্টভাবে নারী সদস্যদের দায়িত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- শিক্ষিত নারীদের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আগ্রহী করে তুলতে হবে।
- ইউপি প্রতিনিধিদের মধ্যে ইউপি সংক্রান্ত তথ্যের আদান প্রদান বাড়াতে হবে।
- সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের এক-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ড ও আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত কিন্তু এখানে নারী সদস্য তিনটি ওয়ার্ডের জন্য নির্বাচিত হলেও সরকারী বরাদ্দ পায় একজন পুরুষ সদস্যের সমান যিনি মাত্র একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত। নারী ইউপি সদস্যদের বরাদ্দ বাড়ালে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন মাত্রা যোগ হতে পারে।
- ইউনিয়ন পরিষদকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।
- ইউনিয়ন পরিষদের দূর্নীতি রোধে সাধারণ জণগনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে।

ডেমক্রেসিওয়াচ ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়ন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সভা, সেমিনার আয়োজন করে থাকে। সেসব সভায় ইউপিতে নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নে আরো বেশ কিছু জোড়ালো সুপারিশ উঠে এসেছে। সেগুলো হলোঃ

- ইউনিয়ন পরিষদ ঘূর্ণায়মান (Rotational) পদ্ধতিতে নারীর সরাসরি ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদের এক-তৃতীয়াংশ নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা, যা ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- স্থানীয় সরকার কমিশনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সরকার প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কমিশনেও নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের কোন সুস্পষ্ট দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাতে হবে।
- মিডিয়ার মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা যাতে তারা বুঝতে পারে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহন সমাজের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে।
- সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর অংশিদারিত্ব আরো বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকলাপণা ও তার বাস্তবায়ন অবশ্যই জরুরী।

- স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকায় উক্ত কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বাস্তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর নিয়মিত মিটিং আয়োজন, বিভিন্ন কাজের মূল্যায়ণ ও পরিবীক্ষণে সরকারকে নিয়মিত বাজেট প্রদান করতে হবেঅ
- নির্বাচনী ব্যয় সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া। ফলে নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় এবং সালিশী বোর্ডে কম পক্ষে একজন নারী সদস্য বাধ্যতামূলকভাবে মনোনীত করা।
- চেয়ারম্যান জনগনের ভোটে নির্বাচিত না হয়ে নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান করলে চেয়ারম্যান পদে নারীদের সুযোগ বাড়বে।

উপসংহারঃ

আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো নারী অধিকার, নারী-পুরুষ সমঅধিকার ইত্যাদি বিষয়ে অনেক আগে থেকে কাজ শুরু করলেও বাস্তবে এ বিষয়ে অগ্রগতি খুবই সামান্য। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা আজো অবহেলিত, নির্যাতিত । এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধারাবাহিকতা ইউনিয়ন পরিষদেও রয়েছে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরাও তাদের পুরুষ সহকর্মীদের কাছ থেকে কোন মূল্যায়ণ পান না। কমিটিগুলোতে নারী মেম্বারদেরকে চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে যুক্ত করার সরকারী আদেশ কাগজে কলমে অনুসরণ করলেও বাস্তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় না। চেয়ারম্যান ও পুরুষ মেম্বারদের কারণে নির্বাচিত নারী সদস্যরা প্রবল প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্যদের দায়িত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অর্ডিনেন্সে বর্ণিত অস্পষ্টতার কারণে এই প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়। ইউপির সাধারণ কার্যাবলীতে নারী মেম্বারদের ভূমিকা সম্পর্কে আইনগত জটিলতার কারণে নির্বাচিত নারী সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের মূল কার্যক্রম থেকে দূরে থেকে যাচ্ছেন। ফলে এ ব্যাপারে সরকারকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ইউপির নারী সদস্যদের কাজকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এখনই। ৩৩ শতাংশ নারী কোটা বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণে এখনও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। যদিও এই ক্ষমতায়ণ প্রক্রিয়াটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবু সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষনতায়ণ নিশ্চিত করতে শূধু সরকার নয়- বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ ও এ সম্পর্কিত সকল সংগঠনগুলোকে আরো বেশী উদ্যোগী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাহরেই নারীর সত্যিকার ক্ষমতায়ণের পথ হবে আরো প্রসস্থ ও মসৃন।

ডেমক্রেসিওয়াচ

৭, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৪২২৫-৬, ৮৩১১৬৫৭

" ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা প্রতিনিধিদের অবস্থান "

ব্যক্তিগত প্রশ্ন ঃ

মহিলা ইউপি প্রতিনিধিদের প্রোফাইল

১. উত্তরদাতার নাম ঃ ... ...

২. ঠিকানা ঃ গ্রাম : ... ... ওয়ার্ড নং : ... ...

ইউনিয়ন : ... ... থানা ... ... জেলা ... ...

৩. বয়স ঃ ... ... বছর ৪. মাসিক পারিবারিক আয় ঃ ... ...

৫. পেশা ঃ ... ...

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ... ...

৭. সম্পত্তি থেকে আয় (বার্ষিক) ঃ ... ...

মূল প্রশ্ন ঃ

মহিলা ইউপি প্রতিনিধি হিসেবে কাজসমূহ

১. আপনি কি ইউপির কাজগুলো সম্পর্কে জানেন ?

হ্যাঁ [১] না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে বর্তমানে ইউপির প্রধান কাজগুলো কি কি ?

২. ইউপিতে মহিলা প্রতিনিধি হিসেবে আপনার প্রধান তিনটি কাজের কথা বলুন -

১.

২.

৩.

৩. আপনি আপনার ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে আছেন কিনা ?

হ্যা [১] না [২]

৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে কয়টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন, কমিটিগুলোর নাম কি কি ?

১.

২.

৩.

৫. আপনার ইউনিয়নে কতগুলো স্ট্যান্ডিং কমিটি কাজ করে .....টি

৬. কমিটিগুলোর নাম কি কি ?

৭. স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর কয়টিতে আপনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ?

১.

২.

৩.

৮. কমিটি গুলোতে আপনার কাজ কি কি ?

১.

২.

৩.

৯. ইউপির পুরুষ প্রতিনিধিরা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেন ?

[১] খুব ভাল [২] মোটামুটি ভাল [৩] ভাল না

১০. ইউপির দায়িত্ব পালনে কোন বাধার সন্মুখীন হয়েছেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

হ্যাঁ হলে কি ধরনের বাধার সন্মুখীন হয়েছেন ?

ইউনিয়নবাসীর কাছ থেকে	সহকর্মীদের কাছ থেকে	অন্যান্য
১.	১.	১.
২.	২.	২.
৩.	৩.	৩.

১১. দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরী করা আপনার কাজের অংশ, আপনি জানেন কি?

[১] জানি [২] জানি না

১২. দুঃস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরী করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

১৩. দুস্থ মহিলাদের তালিকা তৈরীতে কোন কোন দিক বিবেচনা করেন ?

১.

২.

৩.

১৪. আপনার এলাকার বিধবা মহিলাদের তালিকা তৈরী করেন কিনা?

হ্যাঁ [১] না [২]

১৫. আপনার ইউনিয়নে মহিলা সদস্যরা কি ঠিকমতো কাজ পায় ?

[১] কাজ পায় [২] কাজ পায় না

১৬. মহিলা সদস্যদের কাজ না পাওয়ার পিছনে প্রধান তিনটি কারন কি কি বলে আপনি মনে করেন ?

১.

২.

৩.

১৭. নিজ ওয়ার্ডের সমস্যা ইউপির সভায় তুলে ধরেন কিনা ?

১	সবসময় তুলে ধরি	৩	মাঝে মাঝে তুলে ধরি
২	সহকর্মীদের জন্য তুলে ধরতে পারি না	৪	কখনও তুলে ধরি না

১৮. আপনার ইউনিয়নে মাসিক সভা হয় কিনা ?

১	হ্যাঁ	২	মাঝে মাঝে	৩	না

১৯. ইউপি সদস্যদের উত্থাপিত সমস্যাসমূহ উপজেলা মাসিক সভায় আলোচনা হয় কিনা ?

১	আলোচনা হয়	২	মাঝে মধ্যে আলোচনা হয়	৩	আলোচনা হয় না	৪	জানি না

২০. বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির সহ সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কি ?

১	পালন করি	২	পালন করি না

২১. বয়স্ক ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন দিকগুলো বিবেচনা করেন ?

১.

২.

৩.

২২. আপনার এলাকার মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেন কিনা ?

হ্যাঁ ১ না ২

যদি হ্যাঁ হয় তবে কি ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করেন ?

১.

২.

৩.

৪.

২৩. আপনার এলাকার মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে কর্মসূচি গ্রহণ করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে কি ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন ?

১.

২.

৩.

২৪. ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক রাস্তা সংস্কার ও তৈরীর ক্ষেত্রে রাস্তা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে আপনার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় কিনা ?

[১] গুরুত্ব দেয়া হয় [২] গুরুত্ব দেয়া হয় না [৩] তিরষ্কার করে

২৫. ইউনিয়ন পরিষদের কাজগুলো আরো দক্ষতার সাথে করার জন্য সরকারী/ বেসরকারী/ এনজিও থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা ?

১. হ্যাঁ [১] ২. না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে তবে সে সম্পর্কে বলেন ?

অন্যান্য

২৬. রুরাল মেইন্টেনেন্স প্রোগ্রাম (আরএমপি) সম্পর্কে জানেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

যদি হ্যাঁ হয় তবে একটু বুঝিয়ে বলেন

২৭. আরএমপি এর সমস্যা সমাধানে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেন কিনা

হ্যাঁ [১] না [২]

২৮. আপনার নিজ ওয়ার্ডগুলোতে রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির (আরএমপি) মনিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

২৯. আরএমপি এর সমস্যা সমাধানে প্রাথমিকভাবে আরএমপি মনিটরকে (ইউপি সচিব) উপদেশ ও সহায়তা প্রদান করেন কিনা ?

হ্যাঁ [১] না [২]

৩০. আরএমপি এর গুনগত মান যাচাইয়ে প্রধানত কি কি কাজ করেন?

১.

২.

৩.

৩১. নিজ এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করেন কিনা ?

১	প্রস্তুত করি	২	মাঝে মাঝে করি প্রস্তুত করি	৩	প্রস্তুত করি না

৩২. এই তালিকা তৈরীতে কোন দুর্নীতি হয় কিনা ?

হ্যাঁ ১ না ২

৩৩. এর সাথে কারা জড়িত থাকেন ?

৩৪. যারা ভিজিডি/ ভিজিএফ কার্ড পাবে তাদের তালিকা প্রনয়নে সাহায্য করেন কিনা ?

১	সাহায্য করি	২	মাঝে মাঝে সাহায্য করি	৩	কখনও সাহায্য করি না

৩৫. ভিজিডি/ ভিজিএফ কার্ড বিতরণে দুর্নীতি হয় কিনা ?

১. হ্যাঁ ১ ২. না ২

যদি হ্যাঁ হয় তবে কি ধরনের দুর্নীতি হয় ?

১.

২.

৩.

৩৬. এই দুর্নীতিতে কারা জড়িত থাকেন

১.

২.

৩.

৩৭. ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলি কি কি ?

১.

২.

৩.

৪.

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও তারিখঃ... ... ...ঃ... .

সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ